

বিখ্যাত লেকচার সিরিজ 'মাদারস অব দ্য বিলিভারস'-এর অনুবাদ

উম্মুল মুমিনিন

(অখণ্ড)

ড. ইয়াসির ক্বাদি

ভাষান্তর

আলী আহমাদ মাবরুর

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ



প্রকৃদ
প্রকাশন

সূচিপত্র

পরিচয় ও মর্যাদা : আহলে বায়ত ও উম্মুল মুমিনিন	০৭
এক. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.	৪৪
দুই. সাওদা বিনতে জামআ রা.	৯৯
তিন. আয়িশা বিনতে আবু বকর রা.	১১৭
চার. হাফসা বিনতে উমর রা.	২১০
পাঁচ. যয়নব বিনতে খুয়ায়মা রা.	২২৮
ছয়. উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে হুযায়ফা রা.	২৩২
সাত. যয়নব বিনতে জাহাশ রা.	২৫২
আট. জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস রা.	২৮৭
নয়. উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান রা.	৩০০
দশ. সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা.	৩১৮
এগারো. মায়মুনা বিনতে হারিস রা.	৩৪৪
প্রাসঙ্গিক আরও কিছু আলোচনা	৩৫৭

পরিচয় ও মর্যাদা : আহলে বায়ত ও উম্মুল মুমিনিন

আহলে বায়তের পরিচয়

‘আহলে বায়ত’ দুটি শব্দের মেলবন্ধনে প্রণীত। আরবি ‘আহল’ শব্দের অর্থ পরিবার। তবে এর দ্বারা পরিবার থেকেও বেশি কিছু বোঝানো হয়। ‘আ-ল’ (যেমন, আলে ইমরান) ও ‘আহল’ একই অর্থ নির্দেশ করে। এর অর্থ ব্যক্তি যেখানে ফিরে যায়। আমরা সব সময় পরিবারের কাছে ফিরে আসি। একই কারণে সমর্থকদেরও আহল বলা হয়। ‘বায়ত’ শব্দের অর্থ ঘর। অতএব, ‘আহলে বায়ত’ অর্থ ঘরের লোক বা পরিবারের সদস্য। তবে এটি পরিভাষায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। আহলে বায়ত দিয়ে মূলত রাসূল সা.-এর ঘরের লোকজন বা পরিবারবর্গকে বোঝানো হয়।

রাসূল সা.-এর পরিবার তথা আহলে বায়তের সংজ্ঞায়ন নিয়ে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এতে বড়ো কোনো সমস্যা নেই। রাসূল সা.-এর উর্ধ্বতন বংশধারা হলো— মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ।

আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন রা. আহলে বায়ত— এ বিষয়ে সবাই একমত। অধিকাংশ আলিমের মতে, বনু হাশিম আহলে বায়ত। হাশিম রাসূল সা.-এর পরদাদা। হাশিমের দু সন্তান; আবদুল মুত্তালিব ও আসাদ। যখন বলা হয় বনু হাশিম, তখন এর দ্বারা মূলত আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদেরই বোঝানো হয়। কারণ, হাশিমের অন্য সন্তানের আলাদা কোনো গোত্র পরিলক্ষিত হয় না। রাসূল সা.-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের দুই সন্তান এবং অনেক নাতি-নাতনি মুসলিম। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি আলিমদের মতে, বনু হাশিম আহলে বায়ত। দু-একটা মায়হাব বলছে, কেবল বনু হাশিম নয়; হাশিমের ভাই মুত্তালিবের বংশধরদের মধ্যে যারা মুসলিম তারাও আহলে বায়ত।

সুন্নি স্কলারদের মতে, রাসূল সা.-এর স্ত্রীগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নি ও অসুন্নিদের মাঝে এটা মৌলিক দ্বিমত ও ব্যবধানের জায়গা।

বর্তমানে হাসান ও হুসাইন রা.-এর বংশধর ছাড়া আবদুল মুত্তালিবের অন্য সন্তানদের বংশধারাকে সনাক্ত করা যায় না। তারা এখন আর স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত ও পরিচিত নন। মতবিরোধের জায়গা হলো, আহলে বায়ত কি কেবল বনু হাশিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ? নাকি মুত্তালিবের বংশধররাও আহলে বায়ত গণ্য হবেন? মুত্তালিব হলেন হাশিমের ভাই এবং আবদুল মুত্তালিবের চাচা।

বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব

আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম ইয়াসরিবে বিয়ে করেন। অবশ্য তার কয়েকজন স্ত্রী ছিল। হাশিম ব্যবসায়িক সফরে থাকা অবস্থায় ফিলিস্তিনের গাজায় ইন্তেকাল করেন। তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। সেখানে তার নামে একটি মসজিদও রয়েছে- ‘মসজিদে সাইয়িদ হাশিম’। বর্তমানেও এই শহরকে ‘গাজ্জাতু হাশিম’ বলা হয়ে থাকে।

হাশিম মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী ইয়াসরিবে বাপের বাড়ি চলে যান। তিনি গর্ভবতী ছিলেন, কিন্তু হাশিমের ভাইদের তা জানাননি। সেখানে তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় এবং শিশুটি ইয়াসরিবেই বেড়ে ওঠে। হাশিমের ভাই মুত্তালিব একবার ইয়াসরিব সফরে গেলে চেহারা দেখে বুঝতে পারেন, এই শিশুটি তার ভতিজা। তিনি তাকে বুঝিয়ে মায়ের অগোচরে মক্কায় নিয়ে আসেন। কেউ কেউ বলেছেন, মায়ের অগোচরে নয়; বরং চাচার সাথে পুত্রকে মক্কায় পাঠাতে মায়েরও সায় ছিল। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও নেতৃত্বে আসার সম্ভাবনা বিবেচনায় হাশিমের স্ত্রী ছেলেকে মক্কায় যেতে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। তবে শিশুর মামারা তা জানত না।

যখন মুত্তালিব ভতিজাকে মক্কায় নিয়ে আসেন, তখন মানুষজন তার সাথে অপরিচিত এ বালককে দেখে বলল, ‘এ কি তোমার আবদ (দাস)?’ মুত্তালিব ভতিজার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পরিচয় গোপন রাখলেন এবং বললেন, ‘হ্যাঁ, এ বালক আমার আবদ।’ এভাবে হিশামের ছেলেটি আবদুল মুত্তালিব নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আবদুল মুত্তালিব অর্থ মুত্তালিবের দাস। আবদুল মুত্তালিবের মূল নাম শায়বাতুল হামদ।

বনু মুত্তালিব মানে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর নয়; বরং তার চাচা মুত্তালিবের বংশধর। আবদুল মুত্তালিবের বংশধারা তার পিতা হাশিমের নামে বনু হাশিম হিসেবে পরিচিত।

শাফেয়ীদের মতে, বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিম উভয় ধারাই আহলে বায়ত। হানাফিদের মতে, কেবল বনু হাশিম আহলে বায়ত; বনু মুত্তালিব নয়।

রাসূলের স্ত্রীগণ কি আহলে বায়ত

সুন্নি মুসলিমদের মতে, রাসূলের স্ত্রীগণ আহলে বায়ত। আ-ল দু ধরনের। আ-ল বিত-তাবইয়্যা, আ-ল বিল-আসালা। আ-ল বিত-তাবইয়্যা হলো বিবাহের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত। আ-ল বিল-আসালা রক্তের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত। কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইবরাহিম আ.-এর নিকট যখন ফেরেশতা এলেন, তখন তাঁরা বললেন—

رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ

“আহলে বায়তের প্রতি রহমত ও বরকত বর্ষিত হয়েছে।”^১

আহলে বায়ত দ্বারা এখানে সারা ও ইবরাহিম আ.-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ইবরাহিম আ. ও তাঁর স্ত্রী সারাকে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন আহলে বায়ত। এ সময় তাদের ইসহাক ও ইয়াকুব আ.-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়।

মুসা আ. ও তাঁর স্ত্রীকেও আল্লাহ তায়ালা আহল বলে উল্লেখ করেছেন—

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

“তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারকে বললেন— তোমরা এখানে অবস্থান করো, আমি আগুন দেখেছি।”^২

এখানে আহল মুসা আ.-এর স্ত্রী। কুরআনে স্ত্রীকে সুস্পষ্টভাবে আহলের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অসুন্নিরা রাসূল সা.-এর স্ত্রীদের আহলে বায়ত বলে স্বীকার করে না।

আহলে বায়তের জন্য সদাকাহ ও যাকাত নেওয়া হারাম। এটাও আহলে বায়তের এক ধরনের সংজ্ঞায়ন। রাসূল সা.-এর চাচা ও চাচাতো ভাই-বোনেরা

১. সূরা হুদ : ৭৩

২. সূরা তহা : ১০

আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস থেকে তা সুস্পষ্ট। আবদুল মুত্তালিব^৩ ইবনে রবিয়া ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা রবিয়া ইবনে হারিস তাকে এবং ফযল ইবনে আব্বাসকে রাসূল সা.-এর কাছে পাঠান। তাঁরা এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বিয়ে করতে চাই, আমাদের বায়তুলমাল থেকে সদাকা দিন।' রাসূল সা. বললেন, 'তোমরা কি জানো না, সদাকা লোকজনের ধন-সম্পত্তির ময়লা? তাই এটি মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারের জন্য হালাল নয়।'

তাঁরা গরিব ছিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস রাসূল সা.-এর আপন চাচাতো ভাই আর আবদুল মুত্তালিব আরেক চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। এখানে মুহাম্মাদ সা.-এর পরিবার বলে বনু হাশিম তথা আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের বোঝানো হয়েছে। এ দ্বারা কেবল ফাতিমা, আলী, হাসান ও হুসাইন রা.-কে বোঝানো হয়নি। ফযল ইবনে আব্বাস ও আবদুল মুত্তালিব বনু হাশিম গোত্রের। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, বনু হাশিমের সবাই আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। আবু জাফর, আকিল, এমনকি আবু লাহাবের বংশধরদের মধ্যে যারা মুসলিম তারাও আহলে বায়ত। আবু লাহাব আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, সে ঈমান আনেনি। কিন্তু তার ছেলে উতবা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে ইমাম ইবনে হাজম রহ. বলেন, উতবা ইবনে আবু লাহাবের বংশধারা এখনও বহমান রয়েছে মক্কায়। ইবনে হাজমের এ উক্তি সময়কাল নবিজি সা.-এর ওফাতের প্রায় চারশো বছর পর। সুতরাং, চার-পাঁচশো বছর পরও আবু লাহাবের বংশধরদের পরিচয় ছিল, তবে হাজার বছর পরে এসে তা বিস্মৃত হয়ে গেছে। কারণ, আবু লাহাবের বংশধর হিসেবে কে গর্বভরে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে! অতএব, বনু হাশিমের মুসলিম বংশধররা আহলে বায়ত।

রাসূল সা.-এর স্ত্রীগণ আহলে বায়ত কি না তা নিয়ে সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। এটা শুধু এ কারণে নয় যে কুরআন মুসা ও ইবরাহিম আ.-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রে আহলে বায়ত শব্দ ব্যবহার করেছে; বরং কুরআন রাসূল সা.-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে সরাসরি আহলে বায়ত শব্দ ব্যবহার করেছে। আল্লাহ সুবহানাছ তায়ালা বলছেন—

৩. এই আবদুল মুত্তালিব নবিজির দাদা ইতিহাসখ্যাত আবদুল মুত্তালিব নন; বরং ইনি আবদুল মুত্তালিবের নাতির পুত্র, যার নাম পরদাদার নাম অনুসারে রাখা হয়েছে।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বের অজ্ঞতার যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না। নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে আহলে বায়ত, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং পূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে।”^৪

কুরআন এখানে উম্মুল মুমিনিনদের সুস্পষ্টভাবে আহলে বায়ত বলছে। এতে ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই। যদিও অসুন্নি গ্রন্থগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। রাসূল সা.-এর স্ত্রীদের যারা আহলে বায়ত মনে করে না, তাদের মূল রেফারেন্স হলো হাদিসুল কিসা। হাদিসটি নিম্নরূপ—

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, একদিন নবি সা. তাঁর ঘরে বসে ছিলেন। তিনি ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রা.-কে ডাকেন এবং তাদের একখানা চাদরে আবৃত করেন। তাঁর পেছনে ছিলেন আলী রা.। তিনি তাকেও চাদরে ঢেকে নেন, তারপর বললেন— “হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বায়ত। অতএব, তাদের হতে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদের উত্তমরূপে পবিত্র করো।”^৫

তাদের মতে, মুহাম্মাদ সা., ফাতিমা, আলী, হাসান ও হুসাইন রা. এই পাঁচজন আহলে বায়ত। অন্য একটি দলের মতে, কুরআন আহলে বায়ত বলতে উপরোক্ত এই পাঁচজন ও তাদের বংশধরদের বুঝিয়েছে। তারা রাসূল সা.-এর স্ত্রী ও চাচাতো ভাই-বোনদের এর মধ্যে গণ্য করেননি।

এই দাবির জবাব খুবই পরিষ্কার। উদ্ধৃত হাদিসের ব্যাখ্যায় যে পাঁচজনের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা অবশ্যই আহলে বায়ত। এতে কারও দ্বিমত নেই। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এবং চারজনের জন্য বিশেষ দুআ করেছেন। কিন্তু এতে রাসূল সা.-এর স্ত্রীদের অস্বীকার করা হয়নি। এ আয়াতে রাসূল সা.-এর স্ত্রীদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আহলে বায়ত পরিভাষাটি ব্যবহার হয়েছে। হাদিসে চারজনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এতে বিরোধের কিছু নেই।